১৫ বছর পর আমেরিকার মাটিতে রুশ বিপ্লব মেদভেদেভের

জোকারের বিষাদসিন্ধু

নিউ ইয়র্ক, ১৩ সেপ্টেম্বর : কান্না এখনও বিশ্বাস করে যায়, তুমি মুছবে দু'চোখ অনীহায়।

রবিবার রাতে ফুল হাউস আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার জন্য হয়তো কেউ ছিল না। তাই তৃতীয় সেটে ৫-৩ গেমে পিছিয়ে থাকার সময় প্রান্তবদলের বিরতিতে টাওয়েল দিয়ে নিজেই নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলেন নোভাক জকোভিচ।

তারপর কোর্টে ফিরলেন বটে। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ড্যানিল মেদভেদেভের আগুনে টেনিসের সামনে নিজের স্বপ্নটাকে ছাই হতে দেখে জোকারের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। হবে নাই বা কেন? যে লোকটা চলতি বছরে গ্র্যান্ড স্ল্যামে একটাও ম্যাচ হারেননি, যার সামনে পুরুষদের সিঙ্গলসে কিংবদন্তি রড লেভারের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ক্যালেন্ডার স্ল্যামের হাতছানি রয়েছে, তিনি যে আবেগপ্রবণ হবেন তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। সে তাঁর নাম যতই নোভাক জকোভিচ হোক না কেন।

জকোভিচ মানে এক যন্ত্রমানবের পাওয়ার টেনিসের গল্প। রবিবার রাতে জকোভিচের অস্ত্রেই জকোভিচকে ঘায়েল করলেন রাশিয়ার ২৫ বছরের মেদভেদেভ। দেখালেন, সার্বিয়ান তারকার সামনেও পাওয়ার টেনিস খেলা যায়। আর তাই রবিবার রাতে ইউএস ওপেনের ফাইনালে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে রাশিয়ান টেনিস সেনসেশনের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করলেন জোকার। মেদভেদেভের পক্ষে আইডেন্টিকাল স্কোরলাইন ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪। যা স্বাভাবিকভাবেই জকোভিচ কোনওদিন মনে রাখতে চাইবেন না।

আপনি আমাকে 'ডিফল্টেড' করে দিতে চাইছেন? তাহলে এই সেন্টার স্টেজ, এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম, এই আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম, আমার ভাবমূর্তির কী হবে? গত বছর ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে লাইন জাজের গায়ে বল মারার দায়ে জকোভিচ যখন টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন, তখন উপরের কথাগুলি চেয়ার আম্পায়ারকে বলেছিলেন সার্বিয়ান তারকা। এক বছরের ব্যবধানে আবার সেই ইউএস ওপেন। এবার অবশ্য কেউ তাঁকে 'তাড়িয়ে' দেয়নি। বরং কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে পাঁচ সেটের লড়াই জিতে আসা ক্লান্ত জকোভিচের টেনিসের বেসিক গুলিয়ে দিলেন মেদভেদেভ।

অথচ জকোভিচ ইতিহাসে নাম তুলবেন বলে এদিন আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে যেন চাঁদের হাট বসেছিল। লেভার থেকে বিলি জিন কিং, টম ক্রুজ, মারিয়া শারাপোভারা গ্যালারি আলো করে বসেছিলেন। তবে জকোভিচ নয়, ফ্ল্যাশিং মিডোর সব আলো কেড়ে নিয়ে ২০০৫ সালের মারাট সাফিনের পর পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাশিয়ান হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন একসময় ভিডিও গেমে প্রায় পেশাদার হয়ে ওঠা মেদভেদেভ। ১৫ বছর আগে শেষ রাশিয়ান হিসাবে ইউএস ওপেন জিতেছিলেন মারিয়া শারাপোভা। কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে স্ত্রী দারিয়া মেদভেদেভকে বিবাহবার্ষিকীর উপহার দিলেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই ছিল তাঁদের তৃতীয় অ্যানিভারসারি।

এদিনের ফাইনালের আগে এবারের ইউএস ওপেনে প্রায় ১৭ ঘণ্টা কোর্টে কাটিয়েছিলেন নোভাক। সেখানে মেদভেদেভকে ১১ ঘণ্টার বেশি কোর্টে থাকতে হয়নি। ফলে মেদভেদেভ বুঝে গিয়েছিলেন, ক্লান্ত জকোভিচকে ঘায়েল করতে হলে পাওয়ার টেনিসই একমাত্র অস্ত্র। সেটাই করলেন মেদভেদেভ। রাশিয়ান তারকা ঠিক করে নিয়েছিলেন, প্রতিটি সেটে অন্তত একবার জকোভিচের সার্ভিস ব্রেক করার চেষ্টা করবেন। প্রথম দুই সেটে তাঁর এই প্ল্যান কাজে লেগে যায়।

দ্বিতীয় সেটের শেষদিক থেকে জকোভিচ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তৃতীয় সেটে যা চরমে পৌঁছায়। এই সময় মেদভেদেভের শরীরও প্রায় সঙ্গ দিচ্ছিল না। তবে ২ সেটে এগিয়ে থাকার আত্মবিশ্বাস ও জকোভিচের স্বভাববিরুদ্ধ ভুল শট সিলেকশন মেদভেদেভের কাজ সহজ করে দেয়। তৃতীয় সেটের দশম গেমে ৪০-৩০ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার সময় জকোভিচের রিটার্ন নেটে লাগতেই খেতাব জয়ের সেলিব্রেশনে কোর্টেই শুয়ে পড়লেন মেদভেদেভ। ফিফা ভিডিও গেমের ডেড ফিশ সেলিব্রেশনের ঢংয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যেন বলতে চাইলেন, 'এত আরাম কোথাও নেই। এখানেই ঘুমোব আমি।' উইম্বলডনের সময়ই তাঁর এই সেলিব্রেশনের কথা মাথায় আসে। সতীর্থরা তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার এই সেলিব্রেশন কিংবদন্তির পর্যায়ে যাবে।' উইম্বলডনে না পারলেও ইউএস ওপেনে ইচ্ছাপূরণ হল মেদভেদেভের। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিতে এসে মেদভেদেভ যথারীতি ক্লান্তির কথা তুলে ধরলেন।

বললেন, 'তৃতীয় সেটে ৫-৩ গেমে এগিয়ে থাকার সময় আমার ক্র্যাম্প হয়। ৫-৪ হওয়ার পর রীতিমতো খোঁড়াতে থাকি। ম্যাচের রিপ্লে দেখলে সবাই বুঝতে পারবেন। তবে ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে চাইনি। আমি ক্লান্ত - এটা জকোভিচ ধরে ফেললে অসুবিধা হত। চলতি বছরে গ্র্যান্ড স্ল্যামে জকোভিচ ২৭টি ম্যাচ জিতেছে। একটাও হারেনি। এরকম কাউকে থামাতে পারা আমার কেরিয়ার ও ভবিষ্যৎকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। ওর কাছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে হেরেছিলাম। জানতাম এখানে ও ইতিহাস তৈরির লক্ষ্যে নামবে। তাই এই জয় আমার কাছে আরও বেশি মধুর। যাঁরা আমার খেলা দেখেছেন, তাঁদের সবাইকে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার পরিবারকে। তোমরা না থাকলে আমি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারতাম না। এই সুন্দর সফরটা তৈরি হত না।'

মেদভেদেভের বক্সে ম্যাচ চলাকালীন সারাক্ষণ চিন্তিত মুখে বসেছিলেন দারিয়া। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁর উদ্দেশ্যে মেদভেদেভ বলেছেন, 'দারিয়া সবসময় আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিল। ও আমার সবচেয়ে বড় সমর্থক। আই লাভ ইউ দারিয়া।'

আর জকোভিচ? তৃতীয় সেটে পিছিয়ে পড়ার পর চোখের জল সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু কান্নার বাঁধ ভাঙল রানার্সের ট্রফি নিতে এসে। ইতিহাস তৈরির মঞ্চে চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটা অন্য কেউ নিয়ে যাচ্ছে, সেটা মানতে পারছিলেন না বিশ্বের পয়লা নম্বর তারকা।

কান্নাভেজা গলায় বলেছেন, 'এভাবে শেষ ধাপে এসে হার মেনে নেওয়া সহজ নয়। তবে অন্যদিকে এই অনুভূতি একেবারেই অচেনা। আগে কোনওদিন এমন কিছু অনুভব করিনি।' এদিন হারের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা জোকারের হয়ে গলা ফাটিয়েছেন দর্শকরা। যা নিয়ে মোট মেজরের সংখ্যায় রাফা-রজারকে পেছনে ফেলার সুযোগও হাতছাড়া করা জোকারের বক্তব্য, 'নিউ ইয়র্কের দর্শকরা নিজেকে বিশেষ একজন ভাবতে বাধ্য করেছেন। তাঁদের এই সমর্থন ভোলা সম্ভব নয়।'

তবে সবমিলিয়ে নিজের পারফরমেন্সে অখুশি জোকার। 'আমার সাধারণ খেলার থেকে অনেকটাই খারাপ খেলেছি। আমার পা নড়ছিল না। আমি চেষ্টা করেছি, নিজের সেরাটা দিয়েছি। তবে বহু আনফোর্সড এরর করেছি। সার্ভিসেও ভুল ছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এক-একটা দিন ভাগ্য আমাদের সঙ্গে থাকে না। এটাও তেমনই একটা দিন ছিল। তবে আমার আরও ভালো খেলা উচিত ছিল। এই হার মেনে নেওয়া কঠিন।' নতুন ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভের জন্য জকোর বার্তা, 'যদি কেউ এই মুহূর্তে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার দাবিদার থাকে, সেটা একমাত্র তুমি।'

টোকিও অলিম্পিকে সোনা আসেনি। এবার ইউএস ওপেনে হেরে ক্যালেন্ডার স্ল্যাম হল না জকোভিচের। এদিনের ফাইনালের মতো অসহায় আত্মসমর্পণ তো জকোভিচের থেকে আগে কখনও দেখা যায়নি। তবে কি রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালের মতো তারও শেষের শুরু হল? উত্তর সময়ই দেবে।

আইএসএলের সূচি (প্রথম পর্ব)

এটিকে মোহনবাগানের ম্যাচ

তারিখ	প্রতিপক্ষ	সময়	স্থান
১৯ নভেম্বর	কেরালা ব্লাস্টার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা
২৭ নভেম্বর	এসসি ইস্টবেঙ্গল	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা
১ ডিসেম্বর	মুম্বই সিটি এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা
৬ ডিসেম্বর	জামশেদপুর এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, বাম্বোলিম
১১ ডিসেম্বর	চেন্নাইয়িন এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা
১৬ ডিসেম্বর	বেঙ্গালুরু এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, বাম্বোলিম
২১ ডিসেম্বর	নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা
২৯ ডিসেম্বর	এফসি গোয়া	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা
৫ জানুয়ারি	হায়দরাবাদ এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা
৮ জানুয়ারি	ওড়িশা এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা

এসসি ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ

তারিখ	প্রতিপক্ষ	সময়	স্থান
২১ নভেম্বর	জামশেদপুর এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা
২৭ নভেম্বর	এটিকে মোহনবাগান	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা
৩০ নভেম্বর	ওড়িশা এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা
৩ ডিসেম্বর	চেন্নাইয়িন এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা
৭ ডিসেম্বর	এফসি গোয়া	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা
১২ ডিসেম্বর	কেরালা ব্লাস্টার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা
১৭ ডিসেম্বর	নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড	সন্ধ্যা ৭.৩০	জহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, ফতোরদা
২৩ ডিসেম্বর	হায়দরাবাদ এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, বাম্বোলিম
৪ জানুয়ারি	বেঙ্গালুরু এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, বাম্বোলিম
৭ জানুয়ারি	মুম্বই সিটি এফসি	সন্ধ্যা ৭.৩০	তিলক ময়দান, ভাস্কো ডা গামা

চাপের ভূত নামল, হেরেও খুশি জকোভিচ

দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে কান্না জকোভিচের। বিবাহবার্ষিকী ছিল, তাই স্ত্রীর সঙ্গে ট্রফি হাতে মেদভেদেভ। রবিবার রাতে।

নিউ ইয়র্ক, ১৩ সেপ্টেম্বর : সিমোনে বাইলস করেছেন। নাওমি ওসাকা করেছেন। এবার নোভাক জকোভিচও স্বীকার করলেন। মানসিক চাপ যে কুরে-কুরে খায়, তা জানিয়ে ইউএস ওপেন অভিযান শেষ করলেন সার্বিয়ান তারকা।

১৮ বছরের পেশাদার কেরিয়ারে এভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন কি না জানেন না অনুরাগীরা। তবে ইউএস ওপেনের ফাইনাল হেরেও খুশি জকোভিচ। কারণ চাপের ভূত মাথা থেকে নেমেছে তাঁর। মানসিকভাবে শান্তি পেয়েছেন জোকার। প্রথমে গোল্ডেন স্ল্যামের চাপ। সেই স্বপ্ন ভাঙতেই ক্যালেন্ডার স্ল্যাম নজির ছোঁয়ার চাপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। তা থেকে এদিন মুক্তি পেলেন। ম্যাচ শেষে বললেন, 'স্বস্তি পেলাম। ম্যাচটা শেষ হয়েছে, তাতেই খুশি। আসলে এই প্রতিযোগিতা নিয়ে প্রত্যাশা মানসিকভাবে চরম চাপে ফেলছিল। গত দুই সপ্তাহ এই চাপেই কেটেছে। এটা সামলানো সহজ ছিল না। আমি খুশি যে শেষপর্যন্ত বিষয়টি শেষ হয়েছে।' তবে ম্যাচটা জিতলে বেশি খুশি হতেন জোকার, 'একই সময়ে আমি কিছুটা দুঃখী, হতাশ। তবে পাশে থেকে সমর্থনের জন্য দর্শকদের ধন্যবাদ।'

চলতি বছরে বাকি তিনটি মেজর জিতে ফ্ল্যাশিং মিডোয় পা রেখেছিলেন জকো। রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালের অনুপস্থিতি এবং নিজের দুরন্ত ফর্ম- দুইয়ের বিচারে ইউএস ওপেন জয়ের ফেভারিট ছিলেন তিনিই, আর জিতলে ক্যালেন্ডার স্ল্যামের বিরল নজির গড়তেন জোকার। ১৯৮৮ সালে স্টেফি গ্রাফ শেষবার এই তালিকায় নাম তুলেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে ১৯৬৯ সালে রড লেভারের পর জোকারই প্রথম ক্যালেন্ডার স্ল্যামের তালিকায় নাম তুলতেন। নিজেদের সেরা সময়ে যা পারেননি রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল বা সেরেনা উইলিয়ামসও। জকোও পারলেন না।

মহমেডানের চোখ আজ একনম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে আগেই। তবে মঙ্গলবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে এফসি বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ডুরান্ড কাপের নকআউটে যাওয়াই লক্ষ্য সাদা-কালো ব্রিগেডের।

প্রথম ম্যাচে ভারতীয় বায়ুসেনাকে ৪-১ গোলে হারানোর পর সিআরপিএফ-কে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আন্দ্রে চেরনিশভের মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ফর্মের বিচারে ডুরান্ডের অন্যতম সেরা দল তারাই। গ্রুপের শেষ ম্যাচ প্রসঙ্গে চেরনিশভ বলেছেন, 'আমরা একটি কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এই ম্যাচ থেকে গ্রুপ শীর্ষে কারা থাকবে, তা ঠিক হবে। তাই আমরা ম্যাচটা জিততে চাই।' তবে কলকাতা লিগ ও ডুরান্ড মিলিয়ে পরপর ম্যাচ খেলার ক্লান্তি কাটাতে এই ম্যাচে একগুচ্ছ বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন কোচ। বলেন, 'আগের ম্যাচে আমরা সাতটি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। এই ম্যাচেও তেমন কিছু হতে পারে।'

প্রতিপক্ষের টিম লিস্টে পেড্রো মানঝি থাকলেও তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন চেরনিশভ। বলেছেন, 'আমরা কোনও নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের কথা মাথায় রাখি না। দলগতভাবে লড়াইয়ের জন্য পরিকল্পনা করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।' নকআউট নিশ্চিত হলেও এখনই তা নিয়ে ভাবছেন না তিনি। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ডের ম্যাচে এফসি গোয়া ২-১ গোলে সুদেবা দিল্লি এফসি-কে হারাল। গোয়ার গোলদাতা মহম্মদ নেমিল ও জর্জে ওর্টিজ। সুদেবার একমাত্র গোলটি উইলিয়ামের। টানা দুই ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল হুয়ান ফেরান্দোর গোয়া।

উদ্বোধনে মাঠে নামছে বাগান

২৭ নভেম্বর কলকাতা ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : গত মরশুমের মতোই দ্বিতীয় রাউন্ডেই দেখা হচ্ছে এটিকে মোহনবাগান ও এসসি ইস্টবেঙ্গলের।

আইএসএলের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল এদিনই। গতবারের মতোই আগামী ১৯ নভেম্বর এটিকে মোহনবাগান ও কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ফতোরদার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ খেলবেন রয় কৃষ্ণারা। সেখানে কলকাতার আর এক দল এসসি ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ পড়েছে ২১ নভেম্বর জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে। তবে দুই দলকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে দ্বিতীয় রাউন্ডেই। গত মরশুমেও একইভাবে এসসি ইস্টবেঙ্গল শুরুই করেছিল ডার্বি দিয়ে। এই ম্যাচে হারের প্রভাব কাটিয়ে আর গোটা টুর্নামেন্টেই সেবার বের হতে পারেননি লাল-হলুদ জার্সিধারীরা।

এবারও প্রথম ডার্বি তিলক ময়দানে এসসি ইস্টবেঙ্গলের হোম ম্যাচ। খেলাটি দেওয়া হয়েছে ২৭ নভেম্বর। ভাস্কোর এই মাঠেই প্রথম পাঁচ ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। গতবারের গ্রুপ পর্যায়ের এক নম্বর এবং চ্যাম্পিয়ন দল মুম্বই সিটি এফসি তাদের অভিযান শুরু করছে ২ তারিখ এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। আপাতত জানুয়ারির ৯ তারিখ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এই সূচি। এই পর্যায়ে শেষ হবে প্রথম দফার লিগের ম্যাচ। আগেই ঠিক ছিল ফাইনাল হবে ২০ মার্চ। অর্থাৎ ফিরতি লিগ এবং সেমিফাইনাল ও ফাইনালের দিন-তারিখ ঘোষণা এখনও বাকি এফএসডিএলের তরফে। যা ডিসেম্বরে ঘোষণা হওয়ার কথা। কড়া জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে দর্শকহীন অবস্থায় মোট ১১৫ ম্যাচ খেলা হবে গোয়ার তিনটি মাঠে।

সূচির বিষয়ে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের কোনও মন্তব্য না পাওয়া গেলেও এসসি ইস্টবেঙ্গলের সদ্য নিযুক্ত কোচ তাঁর মতামত জানিয়েছেন, 'সূচি যথেষ্ট কঠিন আমাদের পক্ষে। গায়ে গায়ে ম্যাচ খেলতে হবে। তবে আমাদের জামশেদপুরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারব আশা করছি। আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচটাই ডার্বি। যেটা নিয়ে চারিদিকে কথা হচ্ছে। ওই ম্যাচের আগে কম সময় পাওয়া যাবে প্রস্তুতির জন্য। তবে সমর্থদের আবেগ ও ভালোবাসার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। তাই কথা দিতে পারি যে ওই ম্যাচের জন্যও আমার দল তৈরি থাকবে।'

হাবাসকে চিঠি

কলকাতা লিগ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার জন্য আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ও মোহনবাগান ক্লাবকে চিঠি দিচ্ছে আইএফএ। হাবাস এই লিগকে অপেশাদার বলে মন্তব্য করেন। এদিন ক্লাবগুলির সঙ্গে সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। আপাতত শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সভাও স্থগিত করা হয়েছে। যদি মোহনবাগান লিগের জন্য মাঠে নামে তাহলে ওই সভা হয়তো টুর্নামেন্টের পরেই হবে।

মিঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লাল ম্যাঞ্চেস্টার ও নতুন স্বপ্নের প্রহর গোনা

বার্সেলোনা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে দ্বিতীয় অভিষেকে শনিবার পুরোনো ঝলক দেখিয়েছেন। এবার ইউরোপের সেরা ক্লাব টুর্নামেন্ট। আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার রাতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ঘিরেই নতুন স্বপ্ন দেখছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। প্রথম ম্যাচে গ্রুপের সহজতম প্রতিপক্ষ সুইৎজারল্যান্ডের ইয়ং বয়েজের মুখোমুখি হচ্ছে ওলে গানার সোলসায়ার ব্রিগেড। সম্প্রতি রোনাল্ডোকে পরিকল্পনা করে ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন ওলে। তবে এই ম্যাচে রোনাল্ডোকে বসানোর সম্ভাবনা কম। কারণ দলের সঙ্গে গত সপ্তাহে যোগ দিয়েছেন সিআর সেভেন। ফলে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁকে নামিয়ে দেখে নিতে চাইবেন ওলে। আর রোনাল্ডো মাঠে থাকা মানে প্রতিপক্ষের ধুকপুকানি যে কয়েকগুণ বাড়বে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদিকে, ন্যু ক্যাম্পে বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। ফলে এক বছর আগে বায়ার্নের বিরুদ্ধে লিওনেল মেসিদের ৮-২ গোলে হারের পুরোনো ঘটনা ফের চর্চায়। সেই হারের বদলা এবার বার্সেলোনা নিতে পারবে, সেই সম্ভাবনা খাতায়-কলমে নেই বললেই চলে। ডিপ ডিফেন্স ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে সেই পুরোনো দলই ধরে রেখেছে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। তবে নিকলাস সুলে বা নতুন আসা দায়োট উপামেকানোরা নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছেন ভালোভাবেই। মাঝমাঠে খেলা তৈরির ক্ষেত্রে জোশুয়া কিমিচ, লিও গোরেৎজা, টমাস মুলাররা আগের মতোই কার্যকর। আক্রমণে রবার্ট লেওয়ানডস্কির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তরুণ তারকা জামাল মুশিয়ালা। গোলে রয়েছেন বিশ্বস্ত ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। চোটের জন্য সার্জ গ্যানাব্রি ও কিংসলে কোমানকে খেলবেন কি না স্পষ্ট নয়। তবে হাতে পরিবর্ত থাকায় সমস্যা হবে না বায়ার্ন বস জুলিয়ান নাগেলসম্যানের।

সেখানে ধারে-ভারে অনেকটাই পিছিয়ে রোনাল্ড কোয়েম্যানের বার্সা। মরশুমের শুরুতেই দল ছেড়েছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন মহাতারকার অভাব ঢাকার মতো কাউকে পাওয়ার আগেই ফের ধাক্কা। বেতন সংক্রান্ত জটিলতায় লোনে পাঠাতে হয়েছে আতোঁয়া গ্রিজম্যানকেও। ফলে দলের আক্রমণভাগের সেরা দুই অস্ত্রই হাতছাড়া হয়েছে কাতালুনিয়ান জায়ান্টদের। লিগে এখনও পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ১৩ গোল করেছে বায়ার্ন। রবার্ট লেওয়ানডস্কি একাই করেছেন হাফ ডজন। এমন দলের বিরুদ্ধে ছক বদলে তিন সেন্টার ব্যাক নিয়ে দল সাজাতে পারেন বার্সা কোচ কোয়েম্যান। তবে বাভারিয়ান চ্যাম্পিয়নদের রুখতে তাঁর বড় অস্ত্র হতে চলেছেন ডাচ ফরোয়ার্ড মেম্ফিস ডিপে।

মেসির ছেড়ে যাওয়া বড় ধাক্কা মানলেও তাঁকে ছাড়া ফের ইউরোপ সেরা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বার্সা অধিনায়ক সের্জিও বুস্কেটস। দীর্ঘদিনের সতীর্থ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'আমি অবাক হয়েছি। দলের কাছে ও ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কাছে লিও একটা বড় বিষয়। এই খবর সহ্য করা কঠিন। তবে আমাদের লিওকে ছাড়াই খেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।'

মেসির অভাব ঢাকার ক্ষেত্রে বুস্কেটসেরও বাজি ডিপে। তিনি বলেছেন, 'ও দুর্দান্ত শুরু করেছে। গোল করছে, করাচ্ছে। তবে ও গত কয়েক বছর ধরেই দুরন্ত ফর্মে আছে। তার ঝলকই আমরা বার্সার জার্সিতে দেখছি। আশা করছি সবদিক থেকেই ও দলের কাজে লাগবে।' ক্লাবের আরও ডাচ ফুটবলার থাকায় ডিপের পক্ষে মানিয়ে নিতে সুবিধা হয়েছে বলেই মত অধিনায়কের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

ইয়ং বয়েজ – ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
সেভিয়া – রেড বুল সলজবার্গ
রাত-১০.১৫

বার্সেলোনা – বায়ার্ন মিউনিখ
জুভেন্তাস-মালমো
চেলসি – জেনিথ
ডায়নামো কিয়েভ – বেনফিকা
ভিয়ারিয়াল – আটালান্টা
লিলে – উলভসবার্গ
রাত ১২.৩০

সুইৎজারল্যান্ড পৌঁছালেন রোনাল্ডো।